দৈনিক ইনকিলাব

07

তারিখ 27 APR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আহমদবাগ আদর্শ শিশু শিক্ষালয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষিকার যথেচ্ছাচার, বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপ, বিধি বহিভূর্ত খরচ এবং প্রশাসনিক কাজে স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের একগুঁয়েমী দৃষ্ট সমর্থনের ফলে ঢাকার 'আহমদবাগ আদর্শ শিশু শিক্ষালয়' নামের হাই স্কুলটি ধ্বংসের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে এলাকাবাসী যাদের রক্ত পানিকরা অর্থে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল তাদের অভিযোগ আরো কঠিন। স্থানীয় অভিভাবকরা ইতিমধ্যে স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এ কারণে কেউ তাদের কথা শুনছেন না বলে অভিযোগ। ওদিকে এক মহিলার কারণে স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রয়াস গড়ে তোলা হাই স্কুলটি ধ্বংসের পথে চলেছে। আহমদবাগ শিশু

৭-এর পৃঃ দেখুন

শিশু শিক্ষালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিস হামিদা আক্তার ১৯৮৫ সালের জুন মাসে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে আজ অবধি বিদ্যালয়ের খরচের কোন হিসাব কমিটির নিকট পেশ করেননি। শুধুমাত্র ১৯৮৭ সালে বিদ্যালয়ের মোট আয় ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা হলেও ঐ বছর অক্টোবর মাসে স্কুলের ব্যাংক একাউন্টে মাত্র ৫শ' ১৭ টাকার ব্যালেন্স দেখা গেছে।

প্রধান শিক্ষিকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমিটির অনুমতি ব্যাতিরেকে তাঁর ইচ্ছামাফিক বিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। ওদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বোর্ড রেগুলেশন অনুযায়ী ব্যাংকে জমা না দিয়ে নিজ হাতে রেখেছেন।

তিনি মিথ্যা ও অস্বাভাবিক বিল দেখিয়ে '৮৬ সালের ১ জুলাই থেকে '৮৭ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ১৪ হাজার ৫শ' ৭৯ টাকা এবং আপ্যায়ন খাতে জানুয়ারী '৮৭ থেকে জুন '৮৭ পর্যন্ত ১২ হাজার ৪শ' ৫৫ টাকা খরচ করেছেন।

এছাড়া তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া তিনি চলতি বছরে স্কুলে ভর্তির ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত ২ হাজার টাকাও ব্যাংকে জমা দেননি। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের টাকা খরচ করে নিজ নামে টেলিফোন আনায় প্রশ্ন উঠেছে। বিদ্যালয়ের টেলিফোনটির বিল এখন তার নামেই আসে। ফলে যে কোন সময় তিনি তা সরিয়ে নিতে পারবেন।

পেশাগত দুর্নীতি

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কমিটির অনুমতি ছাড়াই প্রায় প্রতি মাসে ১৫/২০ দিন এবং কোন কোন মাসে ২৫দিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকে পূর্ণ বেতন গ্রহণ করেছেন। আবার এমনটিও দেখা গেছে যে, বিনা কারণে বোর্ডের নিয়ম-নীতি লংঘন করে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করেছেন।

প্রধান শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন সময়ে শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পাঠদানরত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে অপমান করে থাকেন বলেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে। স্থানীয় অভিভাবক মণ্ডলী জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষিকা ১৯৮৮ সালের নবম শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন ফরম বিদ্যালয় অফিসে জমা না করে ফরম পূরণ করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দর কষাকষি করছেন এবং ভয়-ভীতি দেখাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষিকার উল্লেখিত কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের ৩ জন সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকা গত বছর জুলাই ও আগস্ট মাসে পৃথক পৃথকভাবে ডিজি, ঢাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয়ের সভাপতির নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

পরবর্তীতে বিদ্যালয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ডাকার আহবান জানালে প্রধান শিক্ষিকা সভা পরে ডাকা হবে বলে জানিয়ে দেন। কমিটির সদস্যগণ পুনরায় ১৪ সেপ্টেম্বর '৮৭ তারিখে প্রধান শিক্ষিকাকে কার্যকরী পরিষদের সভা ডাকার আহবান জানান। অন্যথায় রিকুইজিশন মিটিং ডাকা হবে বলে জানিয়ে দেন। এর পরও প্রধান শিক্ষিকা কোন মিটিং না ডাকায় বিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদের রিকুইজিশন মিটিং-এ প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। বোর্ডের বিধি মোতাবেক রিকুইজিশন মিটিং ডাকা হলেও বিদ্যালয় চেয়ারম্যান এক লিখিত পত্রে উক্ত মিটিং বিধিসম্মত নয় বলে জানিয়ে দেন।

এর পরই প্রধান শিক্ষিকা বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের তালা ভেঙ্গে অফিসের জরুরী কাগজপত্র নিয়ে যান।

ঘটনার প্রেক্ষাপটে নভেম্বর '৮৭-তে বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে বোর্ড চেয়ারম্যানের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

এর পরও ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনপ্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়নি বরং বিনা কারণে বিদ্যালয় কমিটি বাতিল করার কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে বিদ্যালয়ে একটি অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে।